দৈনিক ইত্তেফাক

৬/১০/২০০৫

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৭ ...

পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী বইতে ভুল

পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী বইয়ের লেসন ওয়ান-এ প্রথম পৃষ্ঠায় দুই স্থানে Vegetables লেখা রহিয়াছে। শব্দটি হইবে Vegetable এবং উহার বহুবচন হয় না। ৬৫ পৃষ্ঠায় ইঁদুর সিংহের 'mouth'-এ উঠে নাই। এখানে mouth-এর স্থলে face হইবে। আগামী সংস্করণে উল্লিখিত ভুলগুলি শুদ্ধ করা হইবে বলিয়া আশা করি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আলি নেওয়াজ,
তুলাতুলী,
রায়পুরা, নরসিংদী।

শিক্ষার মান উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মনীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সমাজে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে যাহাতে প্রতিষ্ঠা করা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।

২। কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ এবং অপেক্ষাকৃত যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন। প্রয়োজনে বেসরকারী শিক্ষকদের চাকুরী বদলিযোগ্য করা।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি গঠনের ক্ষেত্রে সমাজের ঐ সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্তি করা, যাঁহারা সত্যিকার অর্থে শিক্ষানুরাগী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও আন্তরিক এবং মাসে অন্ততঃ দুই-তিনদিন সময় দিতে পারেন। সর্বোপরি শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনমতে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের চাইতে কম না হয়।

৪। শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫। শুধু সার্টিফিকেট নয়-সাধারণ মেধা যাচাইমূলক পরীক্ষায় পাস সাপেক্ষে ষষ্ঠ, একাদশ, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি করা।

৬। ন্যূনতম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাসের হারের শর্ত বিলোপ করা।

৭। স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রদান এবং উন্নত বিশ্বের ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক যে স্তরের প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থাকুক তাঁহাদের উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান।

৮। কেবল উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যসূচী নিচু শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তি নয় বরং সময়ের দিকে এবং সকল স্তরের মেধার ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনে সিলেবাস কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা।

৯। যথাযথ মনিটরিং-এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের অনিয়ম এবং সমস্যা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধানের ব্যবস্থা করা।

১০। শহরের নামী-দামী স্কুল/কলেজগুলিতে আসনসংখ্যা সীমিত করা এবং বিভিন্ন মেধার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করা। যেমন, কোন কলেজে আসনসংখ্যা ৪০০ হইলে স্টার মার্কস প্রাপ্ত ২০০ জন, প্রথম বিভাগ ১০০ জন এবং দ্বিতীয় বিভাগ ১০০ জন অথবা বিভিন্ন জিপি-এর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা।

উল্লেখিত সুপারিশমালার প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এম এ রহিম,
প্রভাষক,
মুন্সীরহাট কলেজ,
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাস প্রসঙ্গে

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর চলতি শিক্ষাবর্ষ হইতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য নূতন ইংরেজী বই পাঠ্য করা হইয়াছে। নূতন শতাব্দীর সাথে তাল মিলাইয়া চলিতে হইলে আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের সিলেবাস নূতন করিয়া সাজাইবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর নূতন ইংরেজী বইয়ের এক্সারসাইজের প্রশ্নগুলির অধিকাংশই বোর্ড পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের সহিত সরাসরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে ক্লাসের দুর্বল ও অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রী সেই ধরনের এক্সারসাইজ করিতে উৎসাহবোধ করে না। এইজন্য আমার পরামর্শ হইতেছে যে, বোর্ড প্রশ্নের সহিত মিল রাখিয়া এক্সারসাইজ পুনঃরচনা করা প্রয়োজন। ২০০ নম্বরের ইংরেজী বিষয়ে নূতন কমিউনিকেটিভ মেথড-এ ১৫০ এবং সনাতন গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড- এ ৫০ নম্বর রাখা যাইতে পারে। আর প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা শুধু একজন ছাত্রের রাইটিং স্কিল যাচাই করিতে পারি। রিডিং স্কিল, স্পিকিং স্কিল এবং লিসিনিং স্কিল যাচাই করিবার ব্যবস্থা ও নূতন পরীক্ষা পদ্ধতিতে থাকিলে খুবই ভাল হইত। এই ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার কোন বিকল্প নাই। অতএব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজী বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা চালু করা যায় কিনা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন,
প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ,
যমুনা সার কারখানা কলেজ,
তারাকান্দি, জামালপুর।